আলমডাঙ্গায় নৌকা-বিদ্রোহী প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে হামলা, আহত ২

নির্বাচনের আগের রাতেই আলমডাঙ্গা উপজেলার খাদিমপুর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নৌকা প্রতীক ও আ.লীগের বিদ্রোহী বর্তমান চেয়ারম্যান প্রার্থী আনারস প্রতীকের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয়পক্ষের দুজন আহত হয়েছে বলে জানা গেছে। শনিবার রাত সাড়ে ৭ টার দিকে ইউনিয়নের পাচকমলাপুর গ্রামে এঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন, পাচকমলাপুর গ্রামের মৃত আজিজুল হকের ছেলে সুজন (২৪) ও একই গ্রামের মৃত জুড়ন বিশ্বাসের ছেলে ঠান্ডু বিশ্বাস (৪২)। আহত ঠান্ডু বিশ্বাসের একটি হাত ভেঙ্গে যাওয়ায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ও আহত সুজনকে স্থানীয়ভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে।

নৌকা প্রতীকের চেয়ারম্যান প্রার্থী মুজাহিদুর রহমান জোয়ার্দ্দার লোটাস বলেন, রাতে আমার কর্মী ঠান্ডু বিশ্বাসের উপর হামলা চালাই আ.লীগের (বিদ্রোহী) চেয়ারম্যান প্রার্থী আব্দুল হালিম মণ্ডলের সমর্থকরা। এসময় রড ও লাঠিসোটা নিয়ে বেধড় পিটিয়ে জখম করে। এতে তার একটি হাত ভেঙ্গে যায়। তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আমি মুঠোফোনে পুলিশের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের বিষয়টি জানিয়েছি।

বিদ্রোহী প্রার্থী আব্দুল হালিম মণ্ডল বলেন, রাতে নৌকা প্রতীকের দুই কর্মী পাচকমলাপুর গ্রামে একটি বস্তা নিয়ে সাইকেলযোগে শাহিনের বাড়ি খোজ করছিল। এসময় আমার কর্মী সুজন তার সাইকেলের পিছনে বস্তায় কি আছে জিজ্ঞাসা করলেই তর্কবিতর্ক হয়। একপর্যায়ে তারা আমার কর্মী সুজনকে বেধড়ক মারধর করে। সুজনকে স্থানীয়ভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বাড়ি পাঠানো হয়েছে। আমি পুলিশকে মৌখিকভাবে বিষয়টি জানিয়েছি।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. মাহবুবুর রহমান বলেন, এক্স-রে রিপোর্ট পেয়েছি। ঠান্ডুর বাম হাত ভেঙ্গে গেছে। প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ভর্তির পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, নৌকা প্রতীকের কর্মীরা সাইকেলের পিছনে একটি বস্তা নিয়ে যাচ্ছিল। এসময় বিদ্রোহী প্রার্থীর সমর্থকেরা বস্তায় কি আছে জানতে চাইলে নৌকা প্রতীকের একজনকে মারধর করে। তবে বিদ্রোহী প্রার্থীর কর্মীদের মারধর করেছে কিনা আমি জানিনা। বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

দামুড়হুদা ডায়াবেটিক সমিতির উদ্যোগে ফ্রি চিকিৎসাসেবা প্রদান

দামুড়হুদা ডায়াবেটিক সমিতির উদ্যোগে ফ্রি ডায়াবেটিস রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। শনিবার দামুড়হুদা ডায়াবেটিক সমিতির আয়োজনে এবং নিপ্রো জেএমআই, ইবনে সিনা, ইনসেপটা ফার্মা ও বেক্সিমকো ফার্মা এর সহযোগীতায় বিনামূল্যে দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন সমিতির কার্যালয়ে ডায়াবেটিস রোগ নির্ণয় ও ফ্রি চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়।

শনিবার সকাল ৮ টা থেকে ১২ টা পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষদের বিনামূল্যে ডায়াবেটিস রোগ নির্ণয় ও ফ্রি চিকিৎসাসেবা প্রদান করেন ডা: মোঃ আব্দুল গাফফার।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোঃ ফজলুর রহমান প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোঃ ফিরোজ আল মামুন সহ হাসপাতালের কর্মচারীবৃন্দ।

আলমডাঙ্গায় ইউপি নির্বাচন উপলক্ষে জেলা পুলিশের ব্রিফিং প্যারেড অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গার ১৩ টি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে সুষ্টু, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ নির্বাচনকল্পে ব্রিফিং প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার সকাল ১০ টায় মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে ব্রিফিং প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার এসপি জাহিদুল ইসলাম। তিনি প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, আসন্ন আলমডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ করতে পুলিশকে মূখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। যে কোন অপশক্তি,ভয়ভীতি,বাধা জয় করার মতো শক্তি বাংলাদেশ পুলিশের আছে। পুলিশ, আনসার ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর যারা নির্বাচনের দায়িত্বে আছেন তারা ঈমানের সহিত দায়িত্ব পালন করবেন।

অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন উপহার দেওয়ার জন্য নির্বাচনে পর্যাপ্ত সংখ্যক অফিসার, ফোর্স নিয়োগ করা হয়েছে। ইউনিফর্ম পুলিশের পাশাপাশি ২৬টি মোবাইল টিম, ১৩টি স্ট্রাইকিং টিম, দাঙ্গা দমন মোকাবেলায় রায়ট গিয়ারে ০২ প্লাটুন এপিবিএন টিম, ০২ প্লাটুন র্যাবের টিম, ০৩ প্লাটুন বিজিবি টিম, সাদা পোষাকে ডিএসবি নজরদারি, ডিবির ঈগল-১ টিম এবং অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত রোবকাপ টিম উপজেলা প্রশাসনের নেতৃত্বে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট থাকবে। এছাড়াও জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট থাকবে।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) জনাব কনক কুমার দাস, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) জনাব আনিসুজ্জামান, কুষ্টিয়া জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ডিএসবি) জনাব ফরহাদ হোসেন খান, সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) জনাব মোঃ মুন্না বিশ্বাস, আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ সাইফুল ইসলাম, জেলা গোয়েন্দা শাখা ও ডিআইও-১ সহ নির্বাচনে দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত বিভিন্ন পদমর্যাদার অফিসার ও ফোর্স উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় নির্বাচনী সহিংসতা গাড়ি ভাংচুর, বৃদ্ধসহ আহত ১৪

আলমডাঙ্গা উপজেলার হারদী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের ‘বিদ্রোহী’ প্রার্থী (স্বতন্ত্র) আশিকুজ্জামান ওল্টুর কর্মীদের উপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। এসময় ১৪ জন কর্মী আহত হয়েছে বলে অভিযোগ প্রার্থী ওল্টুর।

এছাড়াও ৩০ টি ইঞ্জিনচালিত আলমসাধু, ব্যাটারিচালিত ইজিবাইক ও পাখিভ্যান ভাংচুর করেছে। শুক্রবার রাত ৮ টার দিকে কুদ্দুস বটতলার মোড়ে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন- আলমডাঙ্গা উপজেলার হারদী ইউনিয়নের বৈদ্যনাথপুর গ্রামের তাহাজ আলীর ছেলে বেরেস্টার ওরফে বেলে (৩১), একই এলাকার কাবেরের ছেলে শাহাবুল (৩২), ইসরাফের ছেলে আশরাফুল (২৫), ফরমান আলীর ছেলে আরিফ (৩৫) রফিকের ছেলে ইকবাল (৩০), মফের ছেলে মেগা (৩৭), উজ্জ্বলের ছেলে বাপ্পি (২০), আব্দুল হাকিমের ছেলে সুমন (২২), আছের আলীর ছেলে আব্দুল কুদ্দুস (৪৮) আকা আলীর ছেলে মন্টু (৪০), মৃত সাবদাল মণ্ডলের ছেলে শুকুর মণ্ডল (৬৫), একই ইউনিয়নের প্রাগপুর গ্রামের কছের আলীর ছেলে আনছার আলী (৫৫), একই এলাকার মৃত এরশাদ আলীর ছেলে তোফাজ্জেল আলী (৭৫), সানোয়ারের ছেলে মাসুম (৩২)

বিদ্রোহী’ প্রার্থী আশিকুজ্জামান ওল্টু বলেন, শুক্রবার সন্ধ্যার পর হারদি কৃষি ক্লাবে পথসভার আয়োজন করেছিলাম। আমার কর্মীরা বিভিন্ন গাড়ি নিয়ে আসার সময় চেয়ারম্যানের বাড়ির সামনে কুদ্দুস বটতলার মোড়ে পৌছালে চেয়ারম্যান প্রার্থী নুরুল ইসলামের সমর্থকরা দেশীয় অস্ত্র ও লাঠিসোঁটা নিয়ে আমার সমর্থকদের উপর হামলা চালায়। এতে আমার ১৪ জন কর্মীকে মারধর করে এবং ৩০ টির ও বেশি গাড়ি ভাংচুর করে।

তিনি আরও বলেন, মুঠোফোনের মাধে খবর আসছে হতাহতের। আহতের সংখ্যা বাড়ছে। সকাল হলে বলতে পারবো মোট কতজন আহত হয়েছে। এ বিষয়ে আমি রাতেই আলমডাঙ্গা থানার একটি অভিযোগ দিয়ে দিয়েছি।

আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা প্রতীকের চেয়ারম্যান (বর্তমান) প্রার্থী নুরুল ইসলাম বলেন, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আমার কোন কর্মীরা হামলা বা ভাংচুর করেনি। আনারস প্রতীকের স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী নির্বাচনবিধি লংঘন করে মোটরসাইকেল শোডাউন করেছে। তাদের মধ্যেই হট্টগোল হতে পারে।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, পথসভাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল। আমরা ঘটনাস্থলে পৌছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিই। এতে কোন গাড়ি ভাংচুর বা আহতের ঘটনা ঘটেনি।

উল্লেখ্য, আগামী ২৮ নভেম্বর আলমডাঙ্গা উপজেলার হারদীসহ ১৩টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ৪ নভেম্বর প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই সম্পন্ন হয়েছে। ১৩টি ইউনিয়নে চেয়ারম্যান প্রার্থী ৬৩ জন, সংরক্ষিত নারী সদস্য প্রার্থী ১৪২ জন ও সাধারণ সদস্য পদে ৪৪৮ জন অংশগ্রহণ করছেন। মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই শেষে খাদিমপুর ও গাংনী ইউনিয়নের দুজন সদস্য প্রার্থী সাজাপ্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার কারণে তাদের মনোনয়ন বাতিল করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা। আগামী ১২ নভেম্বর প্রতীক বরাদ্দের মধ্যদিয়ে প্রচার-প্রচারণা শুরু করবেন প্রার্থীরা।

ঘুমহীন প্রার্থীরা, মধ্যরাতে শেষ প্রচারণা-রবিবার ভোট যুদ্ধ

আর মাত্র একদিন পরই ব্যালট উৎসবে মাতবে আলমডাঙ্গার ১৩ টি ইউনিয়নবাসী। দীর্ঘ ৫ বছর পর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত নির্বাচন কমিশনও। শেষ মুহূর্তের প্রচারণায় দিন-রাত ঘুমহীন থাকা প্রার্থীরা ছুটে বেড়াচ্ছেন নগরীর আনাচে-কানাচে।

আগামি ২৮ নভেম্বর রবিবার অনুষ্ঠিত হবে আলমডাঙ্গার ইউনিয়ন পরিষদের

নির্বাচন। সে হিসেবে আজ শনিবার মধ্য রাত থেকে শেষ হয়েছে সব ধরনের প্রচার-প্রচারণা। এমনকি বহিরাগতদের ছাড়তে হবে নির্বাচনী এলাকা।

সকাল থেকে আলমডাঙ্গার বিভিন্ন ইউনিয়ন ঘুরে দেখা গেছে, শেষ সময়ের প্রচারণায় ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন প্রার্থীরাসহ তাদের কর্মী- সমর্থকরা। হৈ-হুল্লোড়, মিছিল-শ্লোগান আর প্রচার মাইকের আওয়াজে শেষ মুহূর্তে জমে উঠেছে প্রচারণা।

শুক্রবার বিভিন্ন ইউনিয়নের দলীয় প্রার্থীদের গণসংযোগ করেন জেলা ও উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দরা।
ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যান প্রার্থী ছাড়াও ব্যস্ত সময় পার করছেন সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর, সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থী। বসে নেই তাদের পক্ষে বিপক্ষে থাকা কর্মী-সমর্থকরা।

এদিকে ভোটগ্রহণের জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি শেষ করেছে নির্বাচন কর্মকর্তারা। ভোট গ্রহণের কক্ষ থেকে শুরু করে প্রতিটি কেন্দ্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করাসহ সার্বিক বিষয়ে সজাগ রয়েছে ইসি।

আলমডাঙ্গা নির্বাচন কর্মকর্তা ও রিটার্নিং কর্মকর্তা এ,জি,এম মোস্তফা ফেরদৌস বলেন, ‘আমরা চাই একটা সুষ্ঠু নির্বাচন। এজন্য বৃহৎ পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। আশা করছি অবাধ সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য সবাই আমাদের সহযোগিতা করবে।

উল্লেখ্য, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ১৩ টি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান প্রার্থী ৬৩ জন, সংরক্ষিত মহিলা প্রার্থী ১৪২ জন ও মেম্বার প্রার্থী ৪৪৮ জন অংশ গ্রহন করে। মনোনয়ন পত্র যাচাই বাছাই এর মাধ্যমে খাদিমপুর ইউনিয়নের মেম্বার প্রার্থী সাজাপ্রাপ্ত ও গাংনী ইউনিয়নের মেম্বার প্রার্থী অপ্রাপ্ত বয়স হওয়ায় তাদের মনোনয়ন বাতিল করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা।

১১ নভেম্বর মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন ছিলো । মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিনে ১৩টি ইউনিয়নে মোট ৬৩ জন চেয়ারম্যান প্রার্থীর মধ্যে ৩ জন প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাহার করে। তাদের মধ্যে ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নে স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাহারকারী হলো- দেলোয়ার হোসেন, গাংনী ইউনিয়নে স্বতন্ত্র প্রার্থী বর্তমান চেয়ারম্যান আবু তাহের ও খাদিমপুর ইউনিয়নে স্বতন্ত্র প্রার্থী সাইদুর রহমান ।
এছাড়া, সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য পদে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলেন ৪৪৭ জন। তাদের মধ্যে ১৫ জন মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন। গাংনী

ইউনিয়নে সাধারন সদস্য ৩ জন, কুমারী ইউনিয়নে সাধারন সদস্য ২ জন, খাসকররা ইউনিয়নে সাধারন সদস্য ১ জন, জেহালায় সাধারন সদস্য ২ জন, জামজামি সাধারন সদস্য ১ জন, কালিদাসপুর সাধারন সদস্য ১জন, হারদী ইউনিয়নে সাধারন সদস্য ২ জন ও চিৎলা ইউনিয়নে সাধারন সদস্য ৩ জন তাদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেন।

অন্য দিকে, আতঙ্কের মধ্য দিয়ে নির্বাচনের প্রচার প্রচারণা শেষ করেছে প্রার্থীরা। সতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থীরা দাবি করেন ইউনিয়ন পরিষদ সুষ্ট ও নিরপেক্ষ নির্বাচন উপহার দিবে ইসি। এমনটাই দাবি জানিয়ে তারা আরো বলেন, সরকারের দলীয় প্রতিক নৌকার প্রার্থীরা জোরপূর্বক ভোট কেন্দ্র দখল করবে বলে হুমকি প্রদান করছে।

আলমডাঙ্গা থানার ওসি সাইফুল ইসলাম জানান, ইউপি নির্বাচন উপলক্ষে কোন অপ্রিতিকর ঘটনা যেনো না ঘটে সে কারণে কঠোর অবস্থান পুলিশ। যদি নির্বাচনকে ঘিরে আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটনায় দ্রুত তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দামুড়হুদায় জোরপূর্বক জমি দখল, হামলা, টাকা ছিনতাইঃ রক্তাক্ত জখম ১

দামুড়হুদা উপজেলার নাস্তিপুর গ্রামে সৎ ভায়ের জমি দখল, সশস্ত্র হামলা, মারপিট, টাকা ছিনতাই সহ নারীর শ্লীলতাহানির চেষ্টার ঘটনায় ১ জনকে রক্তাক্ত জখমের ঘটনা ঘটেছে।

জানাগেছে, বৃহস্পতিবার সকাল ৭ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার নাস্তিপুর গ্রামের মৃত চাঁদ আলীর ছেলে জিয়ার (৪৭) জিয়ারের ছেলে শিপন (২৬) ও স্বপন (২৪), মৃত চাঁদ আলীর ছেলে রফিকুল (৫৫) ও তার ছেলে উজ্জল (২৮) ও চন্চল (২৫), মৃত চাঁদ আলীর ছেলে ফটিক (৫২) ও ফটিকের ভগ্নীপতি (ঘরজামাই) দবির (৫৮) পিতা মৃত আবের আলী দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সৎ পক্ষ লিটন (৪২) এর বাড়িতে জোরপূর্বক

প্রবেশকরে এলোপাথারী মারপিট করে, এসময় লিটনের স্ত্রী জেসমিন বাঁধা দিতে গেলে তাকে বিবস্ত্র করে শ্লীলতাহানির চেষ্টা চালাই।

তারা দলবদ্ধ ভাবে ও পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী লিটনের ঘরে থাকা ২,২০০০০/-(দুই লক্ষ বিশ হাজার টাকা) ছিনতাই সহ জেসমিনের গলায় থাকা স্বর্ণের চেইন নিয়ে চম্পটদেয়। এসময় রক্তাক্ত জখম লিটনকে প্রতিবেশীরা উদ্ধার করে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

বিষয়টি নিয়ে সরজোমিন নাস্তিপুর গ্রামে গেলে নাম প্রকাশ না করার শর্তে প্রতিবেশী অনেকেই দাবী করেন আহত লিটন খুবই নিরীহ প্রকৃতির মানুষ, চাষাবাদ সহ গরুর ব্যবসা করেন। অপরদিকে তাঁর সৎ ভাইয়ের পরিবারে লোকজন খুব ভয়ংকর প্রকৃতির মানুষ, তাদের আচার-আচরণ খুবই কর্কশ।

এদিকে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আহত লিটনের স্ত্রী জেসমিনের সাথে কথা বললে তিনি জানান, আমার স্বামীকে দলবদ্ধ ভাবে খুবই মারপিট করেছে, আমাকে বিবস্ত্র করে শ্লীলতাহানির চেষ্টা চালালে প্রতিবেশীদের সহযোগিতায় আমার মানসম্মান রক্ষা পেলেও আমার গলার স্বর্ণের চেইন, ঘরে থাকা গরুর ব্যবসার উল্লেখিত নগদ টাক তারা ছিনতাই করে নিয়েছে, আমি এখন অসহায় ওরা আবারো আমাদের উপর হামলা করবে।

জেসমিন আরো বলেন আমার স্বামী লিটনের সারা শরীরের আঘাতের চিহ্ন, শরীর দিয়ে রক্ত ঝরছে, বাঁ হাত ভেঙে দিয়েছে, ওরা আমার স্বামীকে হত্যা করতে চেয়ছিলো, আমরা থানায় মামলা করবো, আমরা প্রশাসনের সহযোগিতা চাই।

এবিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত ডাক্তার জানান, আহত লিটনের শরীরে বিভিন্ন জায়গায় রক্তাক্ত আঘাতের চিহ্ন আছে, এ-ক্সরে রিপোর্ট পেলেই সঠিকটা জানাযাবে।

এব্যাপারে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ লুৎফুল কবীর বলেন, বিষয়টি আমি শুনেছি, আমরা লিখিত অভিযোগ পেলেই সঠিক তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে।

দর্শনা জয়নগরের জাম্বু ৮৪ বোতল ফেনসিডিলসহ গ্রেফতার

দর্শনা ফেনসিডিল সহ সামাদ ওরফে জাম্বু (৪০) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বুধবার রাত পৌনে ৭ টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীরের নের্তৃত্বে থানার এসআই সুমন্ত বিশ্বাস, এসআই মাসুদ রানা, এএসআই আনোয়ারুল হক, এএসআই শাহিন আলম, এএসআই ইদ্রিস আলী সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনা বাসস্ট্যান্ড-মুজিবনগর সড়কের দর্শনা রেলবাজরের আল্লাহর দান হোটেলের সামনে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে। এসময় পুলিশি উপস্থিতি টেরপেয়ে ৩ জন মাদক ব্যবসায়ী পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও ৮৪ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিল উদ্ধার সহ সামাদ ওরফে জাম্বুকে গ্রেফতার করেন পুলিশ।

মাদক সহ গ্রেফতারকৃত জাম্বু দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধিক সীমান্তবর্তী জয়নগর গ্রামের মৃত মুরশিদ আলী ছেলে ।

এঘটনায় আরও ৩ জনকে পালাতক আসামী করে দর্শনা থানায় মামলা দায়ের করেছে পুলিশ।

দামুড়হুদা বাস্তপুরের ইমরান ৫ বোতল ফেনসিডিলসহ আটক

দামুড়হুদার বাস্তপুরের ইমরান (১৯) কে ৫বোতল ফেনসিডিলসহ আটক করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ। বুধবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে তাকে আটক করে পুলিশ।

এসময় তার ব্যাবহারের একটি ১০০সিসি ফিডোম মোটরসাইকেল জব্দ করে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদের নেতৃত্বে এসআই তৌহিদুর রহমান, এএ্সআই মসলেম, ইলিয়াস হোসেন সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে গোপন সংবাদের সুত্রে অভিযান চালানো হয় বাস্তপুর গ্রামের চাতরের মাঠের রাস্তার উপর।

সেসময় তার কাছ থেকে মাদক ৫বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে পুলিশ। ফেনসিডিল সহ আটককৃত ইমরান পুরাতন বাস্তপুরের ইমদাদুল হক ইন্তার ছেলে।

তার বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনে মামলা প্রক্রিয়াধীন বলে থানা সুত্রে জানাগেছে।

দামুড়হুদায় ভৈরব নদীতে অবৈধ বাঁধ উচ্ছেদ

দামুড়হুদায় উপজেলার সুবুলপুর গ্রামে ভৈরব নদীতে অবৈধ বাঁধ অপসারণ করলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাসলিমা আক্তার। সোমবার দিনভর অভিযান চালিয়ে এ বাঁধ উচ্ছেদ করা হয়।

জানাযায়, দামুড়হুদা উপজেলায় বাস্তপুর রঘুনাথপুর সুবুলপুর গ্রামের কতিপয় অসাধু মাছ ব্যবসায়ী নদী ও ভৈরবে আড়াআড়ি ভাবে বাঁশের বাঁধ দিয়ে মাছ শিকার করে আসছিলো দীর্ঘদিন। এমন সংবাদ পেয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাসলিমা আক্তার ঘটনাস্থলে গিয়ে সুবুলপুর ভৈরব নদী থেকে ৫ টি বাঁধ অপসারণ করেন। ঘটনাস্থলে কোন জেলেকে না পাওয়ায় জরিমানা করা সম্ভব হয়নি। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভুমি) সুদীপ্ত কুমার সিংহ, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা আয়ুব আলি, ও দামুড়হুদা মডেল থানার একটি চৌকস টিম।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাসলিমা আক্তার বলেন, আমি এবং এ্যসিল্যান্ড সাহেব মাঝে মাঝে অভিযান পরিচালনা করে বাঁধ মালিককের নিকট থেকে জরিমানা আদায় করা হয়েছে। কিন্ত তারা আবারও ভৈরব নদীতে বাঁসের বাঁধ দিয়ে মাছ শিকার করে আসছে। তারই পরিপেক্ষিতে অভিযান

পরিচালনা করে ৫ টি বাঁধ অপসারণ করা হয়।

দর্শনায় ছেলের লাঠির আঘাতে মা নিহত

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় ছেলের লাঠির আঘাতে মা নিহত হয়েছে। পুলিশ ঘাতক ছেলে ইদ্রিস (৩৮) কে আটক করেছে। আজ রবিবার বেলা পৌনে ১১টার দিকে দর্শনা পৌর এলাকার শ্যামপুর গ্ৰামে এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ জানায়, আজ ২১ নভেম্বর রবিবার সকাল পৌনে ১১টার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা পৌর এলাকার শ্যামপুর গ্ৰামের জামাল মল্লিকের বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ছেলে ইদ্রিস আলী স্নানরত অবস্তায় মা খদে বানু (৬৫)কে বালিধারা (লাঠি) দিয়ে মাথায় আঘাত করে। স্থানীয়রা মূমুর্ষ অবস্থায় খদে বানুকে দর্শনার স্থানীয় ক্লিনিকে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

খবর পেয়ে দর্শনা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘাতক ছেলে ইদ্রিস আলীকে আটক করে দর্শনা থানায় নেয় এবং নিহতের লাশ ময়না তদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করে। দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এএইচএম লুৎফুল কবির এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ঘাতক ছেলে ইদ্রিস আলী কে আটক করা হয়েছে এবং নিহত খদে বানুর লাশ ময়না তদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে। চুয়াডাঙ্গার সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার মুন্না বিশ্বাস ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।